গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১
www.sylhetdiv.gov.bd

বিষয়: সিলেট বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	: ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
সভার সময়	: সকাল ১০:০০ টা
স্থান	: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর সভাকক্ষ
উপস্থিতি	: তালিকা সংযুক্ত

সভাপতি শুরুতেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ১৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখ হতে ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিহত শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মার মাগফিরাত এবং আহতদের রোগমুক্তি কামনা করেন। অত:পর সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ও অত্র কমিটির সদস্য সচিব সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। শুরুতেই বিগত সভার কার্যবিবরণী নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন</th></tr>
<tr><td>গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:
১৯ আগস্ট, ২০২৪ মাসের বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>সভার তারিখ</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সংখ্যা</th><th>সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার</th></tr>
<tr><td>১৯.০৮.২০২৪</td><td>৪৫</td><td>৪৩</td><td>৯৫.৫৫ %</td></tr>
</table></td>
<td>আগস্ট, ২০২৪ মাসে গৃহীত ৪৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনক্রমে অবশিষ্ট ০২টি সিদ্ধান্ত আগামী সভার পূর্বে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td></tr>
<tr><td>০১. ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলা:
১.১. জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বাড়ানোর ব্যাপারে এবং চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিভাগের আওতাধীন সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। প্রমাপ অর্জিত হওয়ায় সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন</td>
<td>১.১. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

১.২.১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনানুযায়ী ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০২২ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলার তথ্য প্রতিমাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

১.২.২. হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট</td>
<td>বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)</td></tr>
</table>

করেন। সভাপতি চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জনের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। ১.২. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২০২২ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০২টি ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪টি এবং হবিগঞ্জ জেলার বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৩টি এবং বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৮৯টি অনিষ্পন্ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় ২০২০ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহ এবং হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। **হবিগঞ্জ** জেলার বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৩৬টি অনিষ্পন্ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ এর দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়। মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ সভাকে অবহিত করেন। ১.৩. জেলা পর্যায়ে যথাক্রমে ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলার তালিকা ‘ছক’ মোতাবেক এ কার্যালয়ে প্রেরণ এবং মন্তব্য কলামে দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন থাকার কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দীর্ঘদিনের পেন্ডিং মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলাগুলো যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করা হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে নজর দিতে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। **সিলেট** জেলায় বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১ বছরের অধিককাল যাবৎ ০৮টি পেন্ডিং মামলা, **সুনামগঞ্জ** জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০১, ও ০২ বছরের অধিককাল যাবৎ যথাক্রমে ২৮৪টি ও ০২টি পেন্ডিং মামলা এবং বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০১ ও ০২ বছরের অধিককাল যাবৎ যথাক্রমে ৫৭১টি ও ১৪টি পেন্ডিং মামলা, **হবিগঞ্জ** জেলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০১ ও ০২ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং যথাক্রমে ১১টি ও ০৫টি মামলা এবং বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০১ ও ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ যথাক্রমে ৬৯৭টি, ১৪৩টি ও ৮৭টি পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। **মৌলভীবাজার জেলায় ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং**	আদালতে ২০২০ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। ১.৩.১. জেলা পর্যায়ে ০১, ০২ ও ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলার তথ্য ‘ছক’ মোতাবেক প্রেরণ করতে হবে এবং মন্তব্য কলামে দীর্ঘসময় অনিষ্পন্ন থাকার কারণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ১.৩.২. দীর্ঘদিনের পেন্ডিং মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তিসহ মামলাগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন করা হচ্ছে কি-না সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। **১.৩.৩. হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।**	

মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করায় জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। **সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ** জেলায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মামলা নিষ্পত্তির হার বাড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ ও জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া হবিগঞ্জ জেলায় বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৩ বছরের অধিককাল যাবৎ পেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।			
০২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: ২.১ মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড এর ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ২.২. মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোডে জমা প্রদান এবং অনলাইনে ভেরিফাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মোবাইল কোর্টে জরিমানার অর্থ নির্ধারিত খাতে জমা হচ্ছে কি-না, তা ০৩ মাস পর পর অনলাইন ভেরিফিকেশন করে দেখার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২.৩. অবৈধভাবে ভোজ্য তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ রোধকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ভোক্তা অধিকার আইন অধিকতর কার্যকর করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ভেজাল রোধে সবাইকে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়েও সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২.৪. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা, দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় ম্যাজিস্ট্রেটগণ যেন ন্যায়বিচারকে প্রাধান্য দেন সে বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। হোটেল, রেস্টুরেন্টগুলোয় ফায়ার সেফটি আছে কি-না সে বিষয়ে নজর দেয়ার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া হোটেল, রেস্টুরেন্টে খাবারের গুণগতমান বজায় রাখতে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং হোটেল, রেস্টুরেন্টের মালিক সমিতির সাথে সমন্বয় সভা করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ২.৫. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। মামলার রায়গুলো যথাযথভাবে এবং সঠিকভাবে লিখা হচ্ছে কি-না তা তদারকির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি অধ:স্তন কোর্টের মামলাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের উপর সভায় জোর দেওয়া হয়। তাছাড়া সভায় কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট বিষয়ে ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনার উপর গুরুত্বারোপ প্রদান করা হয়। ২.৬. সভায় যৌন হয়রানি বিষয়ক অভিযানে মামলা দায়ের না হলে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা শূন্য ধরে মন্তব্য কলামে অভিযানের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। এছাড়া স্কুল, কলেজগুলোর আশেপাশে যৌন হয়রানি/ইভটিজিং রোধে স্কুল, কলেজের শিক্ষকগণের সাথে কথা বলে প্রয়োজনে অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধি	২.১. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড এর ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.২. মোবাইল কোর্টের জরিমানার অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোডে জমা প্রদান এবং ০৩ মাস পর পর অনলাইনে ভেরিফাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৩. অবৈধভাবে ভোজ্য তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ রোধকরণের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ভোক্তা অধিকার আইনে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৪.১. নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত এবং অবৈধ মজুদদারিদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২.৪.২. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের গুণগতমান বজায় রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিংসহ অভিযান ও মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **২.৫.১. মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মামলার রায়গুলো সঠিকভাবে লিখা হচ্ছে কি-না তা তদারকি করতে হবে।** ২.৫.২. বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অধ:স্তন কোর্টের মামলাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। ২.৫.৩. বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পর্কিত ব্রিফিং/প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২.৬. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। ২.৭. মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)	

করার বিষয়ে সভায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ২.৭. সভায় জানানো হয়, মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ রয়েছে। মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ অর্জন এবং আপিল মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলায় ১০টি মামলা নিষ্পত্তিক্রমে ১২৫%, হবিগঞ্জ জেলায় ০২টি মামলা নিষ্পত্তিক্রমে ১৭% এবং মৌলভীবাজার জেলায় ০১টি মামলা নিষ্পত্তিক্রমে ৩৩.৩৩% প্রমাপ অর্জিত হয়েছে। বিভাগের আওতাধীন সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় প্রমাপ অর্জিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। প্রমাপ অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলা প্রশাসকগণ প্রমাপ অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।		
০৩. খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ও গুদাম পরিদর্শন সংক্রান্ত : ৩.১. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিলেট এর সাথে সমন্বয়ক্রমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভাপতি জেলা প্রশাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া আউশ মৌসুমে ফসল উৎপাদন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রমে যাতে কোন রূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাসহ পর্যাপ্ত সার এবং বীজ সরবরাহ বিষয়ে মনিটরিং অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সভায় আলোচনা হয়। ৩.২. খাদ্য গুদামসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩.১.১. লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.১.২. আউশ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.২. খাদ্য গুদামসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৪. ডি-নথি ও ডি-সার্ভিস সিস্টেম: ৪.১. সভায় জানানো হয় যে, ডি-নথির মাধ্যমে পত্র প্রেরণের পর হার্ডকপিতে প্রেরণের প্রয়োজন নাই। সকল জেলায় ডি-নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে সভাকে অবিহত করা হয়। শতভাগ ডি-নথির কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর সভায় অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়। ৪.২. উপজেলা পর্যায়ে ডি-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণ ও হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। একমাত্র প্রয়োজন ব্যতীত হার্ডকপি প্রেরণ না করার জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়। ৪.৩. সভায় জানানো হয় যে, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি ই-মেইলের পরিবর্তে দাপ্তরিক কাজে সরকারি ই-মেইল যেমন- @mopa.gov.bd ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সকল জেলায় শতভাগ সরকারি ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	৪.১. ডি-নথিতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.২.১. উপজেলা পর্যায়ে ডি-নথির কার্যক্রম জোরদারকরণ ও হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ পরিহারকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪.২.২. ডি-নথিতে প্রেরিত পত্র পুনরায় হার্ড কপিতে প্রেরণ পরিহার করতে হবে। ৪.৩. সরকারি ই-মেইল নীতিমালা অনুযায়ী দাপ্তরিক ই-মেইলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল) ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট

০৫.গণশুনানি সংক্রান্ত : ৫.১. সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ফরম্যাট অনুসরণ করে গণশুনানী প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। ইউনিট সংখ্যা ঠিক রেখে গণশুনানী প্রতিবেদন প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সিলেট জেলায় ৫৭ দিন, সুনামগঞ্জ জেলায় ৫২ দিন, হবিগঞ্জ জেলায় ৪০ দিন ও মৌলভীবাজার জেলায় ৩২ দিন শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। বিভাগের আওতাধীন সকল জেলায় গণশুনানীর প্রমাপ অর্জিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং এ ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। তাছাড়া গণশুনানি সংক্রান্ত রেজিস্টারটিতে সেবা প্রত্যাশীদের সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী যথাযথভাবে সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৫.১.১. গণশুনানীর সংখ্যা প্রমাপের চেয়ে কম হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে কারণ উল্লেখপুর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ৫.১.২. গণশুনানি সংক্রান্ত রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৬. উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান: ৬.১. উঠান বৈঠক/সভা অনুষ্ঠানের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিলেট জেলায় ১৩টি, সুনামগঞ্জ জেলায় ৩২টি, হবিগঞ্জ জেলায় ০৭টি ও মৌলভীবাজার জেলায় ০৯টি উঠান বৈঠক/সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উঠান বৈঠক/সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ও স্থান লিপিবদ্ধ রাখার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। হবিগঞ্জ জেলায় উঠান বৈঠকের হার বৃদ্ধির বিষয়ে সভায় জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়	৬.১.১. সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৬.১.২. উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনার স্থান ও তারিখ নিম্নোক্ত 'ছক' মোতাবেক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছক: জেলা | উপজেলা | স্থান | তারিখ | মন্তব্য ৬.১.৩. হবিগঞ্জ জেলায় উঠান বৈঠকের হার বৃদ্ধি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৭. কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন অভিযোগের নিষ্পত্তি: ৭.১. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগের তদন্ত যাতে তিন মাসের অধিককাল পেন্ডিং না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	৭.১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (যদি থাকে) তদন্ত করে বিস্তারিত তথ্য (ছক মোতাবেক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
০৮.জেলা ব্র্যান্ডিং: ৮.১. জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় জেলা ব্র্যান্ডিং এ জেলার পর্যটন স্পটসমূহ, জনগণ, সংস্কৃতি, আমদানি-রপ্তানি পণ্যসমূহ প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া জেলার ব্র্যান্ডিং সমূহ লোগো আকারে উপস্থাপন করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সিলেট জেলার ব্র্যান্ডিং বর্হিবিশ্বে ফুটিয়ে তুলতে সভায় জেলা প্রশাসক, সিলেট এর দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়। জেলা ব্র্যান্ডিং বুকলেট তৈরির বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জেলা ব্র্যান্ডিং এর বিষয়ে উদ্যোক্তা ও জণগণের মাঝে প্রচার করতে সভায় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৮.২. জেলা ব্র্যান্ডিং এর স্বল্প (০৬ মাস), মধ্য (০১ বছর ০৬ মাস) ও দীর্ঘ মেয়াদি (০৩ বছর) পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুনির্দিষ্ট তথ্য সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।	৮.১.১. জেলা ব্র্যান্ডিং-এ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং জনগণের মাঝে তা প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৮.১.২. জেলা ব্র্যান্ডিং বুকলেট তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৮.২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে "জেলা ব্র্যান্ডিং" কার্যক্রমের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

<table>
<tr>
<td>০৯. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংক্রান্ত :
৯.১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে বরাদ্দকৃত প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। তাছাড়া ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গৃহনির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ‘ছক’ মোতাবেক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।</td>
<td>৯.১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন (বিস্তারিত) প্রতিমাসে ‘ছক’ মোতাবেক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১০. পেন্ডিং তালিকা:
১০.১. সকল রিপোর্ট/রিটার্ণ ধার্য তারিখের মধ্যে এ অফিসে প্রেরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পেন্ডিং তালিকা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।</td>
<td>১০.১.১. জেলা প্রশাসকগণের নিকট এ কার্যালয়ের পেন্ডিং কাজকর্ম নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০.১.২. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসকগণের পেন্ডিং তালিকা প্রতিমাসের ০৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১১. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন
১১.১. সরকারের অগ্রাধিকার ভিত্তিক জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্পসমূহে গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপজেলা পর্যায়ে নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের জন্য সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করেন। পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে যৌথ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।</td>
<td>১১.১.১. নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে সম্পন্ন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১১.১.২. সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন (বিস্তারিত) প্রতিমাসে ‘ছক’ মোতাবেক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
<table>
<tr><th>পরিদর্শনের তারিখ</th><th>প্রকল্পের নাম</th><th>বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ</th><th>পরিদর্শনকালীন সুপারিশ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
</table></td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১২. বিবিধ:
১২.১. চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আবাসন নির্মাণ কাজ নতুন নকশা অনুযায়ী দ্রুত বাস্তবায়ন এবং নির্মাণ কাজ নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া এ বিভাগাধীন জেলাসমূহে নির্মাণাধীন আবাসনসমূহের তথ্য ‘ছক’ মোতাবেক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সংযোজনক্রমে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।</td>
<td>১২.১.১. চা শ্রমিকদের আবাসন নির্মাণ কাজ নিয়মিত পরিদর্শন এবং দ্রুত শেষ করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১২.১.২. চা শ্রমিকদের জন্য নির্মাণাধীন আবাসনসমূহের তথ্য ‘ছক’ মোতাবেক প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১২.২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।</td>
<td>১২.২. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
<tr>
<td>১২.৩. অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ছবি ও স্ট্যাটাস পোস্ট করা থেকে বিরত থাকা এবং ফেসবুক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৭ মে, ২০২০ তারিখে জারীকৃত “সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)” অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা এবং জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।</td>
<td>১২.৩.১. অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ছবি এবং স্ট্যাটাস পোস্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২.৩.২. ফেসবুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রকাশিত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৭ মে, ২০২০ তারিখে জারীকৃত “সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)” কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।</td>
<td>জেলা প্রশাসক (সকল)</td>
</tr>
</table>

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০-০৯-২০২৪
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
০২৯৯৬৬৪৩২৬৬
divcomsylhet@mopa.gov.bd

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০৪.২২.৭৬০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর দপ্তর, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ;
২। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
৩। সিনিয়র সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়;
৪। সচিব, সচিবের দপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;
৫। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়;
৬। সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৭। সচিব , সচিবের দপ্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;
৮। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট;
৯। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সুনামগঞ্জ;
১০। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় , হবিগঞ্জ;
১১। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার এবং
১২। সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

৩০-০৯-২০২৪
আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) উপস্থিতির তালিকা